যুগান্তর

তারিখ 1 3 APR 2008
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ছাত্র কল্যাণ তহবিল ইবি শিক্ষার্থীদের কোন কাজেই আসছে না

একরামুল ইসলাম বিপ্লব, *ইবি থেকে*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ তহবিলের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা জমা নিলেও এ তহবিল শিক্ষার্থীদের কোন কাজেই আসছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীরা দিন দিন এ তহবিল থেকে টাকা গ্রহণের আগ্রহ হারাচ্ছেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে ফেলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রুহুল আমিন জানান, 'ছাত্র কল্যাণ তহবিলের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না, এমনকি জানতে দেয়াও হয় না।' তবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি বছর এ তহবিলে টাকা নেয়ার বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রতি বছর ভর্তির সময় একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ছাত্র কল্যাণ তহবিলে মাথাপিছু ৫০ টাকা জমা নেয়া হয়। এ হিসাবে এ তহবিলে প্রতি বছর জমা হয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী প্রতি বছর ৬০ জন শিক্ষার্থীকে ছয়শ' টাকা করে দেয়া হয়। এতে দেখা যায়, প্রতি বছর এ তহবিল থেকে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় করা হয় মাত্র ৩৬ হাজার টাকা। বাকি টাকা প্রতি বছর এ তহবিলেই জমা থেকে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক দফতর সূত্রে জানা যায়, গত তিন অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী ছাত্র কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২৫ জনকে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৩২ জনকে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৩৩ জনকে এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪০ জনকে সহযোগিতা করা হয় এবং প্রতিজন শিক্ষার্থীকে ৬০০ টাকা করে দেয়া হয়। এ হিসাবে গত তিন বছরে ছাত্র কল্যাণ তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা। অথচ এ খাতে জমা হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। একাডেমিক অফিস সূত্রে আরও জানা যায়, চলতি বছর ছাত্র কল্যাণ তহবিলে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জমা হয় ৫ লাখ টাকা। কিন্তু এ তহবিল থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়েছে ২৪ হাজার টাকা। বাকি টাকা এ ফান্ডেই জমা রয়েছে। এভাবে প্রতি বছর বিরাট অংকের টাকা এ তহবিলে জমা থেকে যাচ্ছে। সূত্র জানায়, ছাত্র কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা নেয়ার জন্য কোন প্রকার নোটিশ দেয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের ইচ্ছামতো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের টাকা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ছাত্র উপদেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ছাত্র কল্যাণ তহবিল থেকে শিক্ষার্থীদের টাকা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নোটিশ দেয়া উচিত।' আবার প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী কোটায় ৫ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলেও তাদের আর্থিকভাবে বিশেষ কোন সহযোগিতা করা হয় না। এমনকি এ সংক্রান্তে কোন নীতিমালা আজও তৈরি হয়নি বলে জানা যায়। ছাত্র কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা ১৯৯২ সালে তৈরি করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও আজও এ নীতিমালায় কোন প্রকার পরিবর্তন আনা হয়নি। একাডেমিক অফিসের এক কর্মকর্তা জানান, ১৯৯২ সালে ৬০০ টাকা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর প্রতি বছর ভর্তির যাবতীয় খরচ হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে এ টাকা দিয়ে কিছুই হয় না। প্রতি বছর একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি হতে লাগে প্রায় চার হাজার টাকা। তাই ৬০০ টাকা দিয়ে বর্তমানে কি করবে একজন ছাত্র? ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা এ তহবিল থেকে টাকা নেয়ার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছে বলে ওই কর্মকর্তা আরও জানান। আবার ৬০০ টাকা নিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ১০টি অফিসে ধরনা দিতে হয় বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মসলেম উদ্দিন বলেন, ছাত্র কল্যাণ তহবিলের টাকা এ তহবিলেই থাকার কথা এবং এ তহবিল থেকে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় টাকা ব্যয় করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে ছাত্র উপদেষ্টাকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ব্যাপারে ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রুহুল আমিন বলেন, 'ছাত্র কল্যাণ তহবিলের টাকা একটি নির্দিষ্ট হিসাবে (একাউন্টে) জমা থাকা উচিত এবং এখান থেকে শুধু ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণেই ব্যয় করা প্রয়োজন।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল করিম বলেন, ছাত্র কল্যাণ তহবিল থেকে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা হয়। বাকি টাকা এ তহবিলেই জমা থাকে। একটি সূত্র জানায়, ২০০৫ সালের শেষের দিকে সাবেক ভিসি অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলামের সময় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে ক্ষতিপূরণ বাবদ উভয় গ্রুপকে প্রায় এক লাখ টাকা দেয়া হয় এ তহবিল থেকে। ক্যাম্পাসে যা রীতিমতো সমালোচনার ঝড় তোলে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করছে